চলচ্চিত্র পুনঃপাঠ : পরবাসি মন আমার

মুহম্মদ আনোয়ার হোসেন

সিনেমা সম্পর্কিত তথ্য

নাম : 'পরবাসি মন আমার' (২০০১)

প্রযোজক, পরিচালক, চিত্রনাট্য, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা : ইয়াসমিন কবির

শব্দ : রতন পাল

ধরন : প্রামাণ্যচিত্র

ব্যাপ্তি : ৩৪ মিনিট

অর্থায়ন : আইডিএফএ, জান বৃজমন তহবিল ২০০০ ও আইডিএফএ বার্থা ফান্ড ১৯৯৮

দেশ : বাংলাদেশ

গল্প সারাংশ : "আমি যদি বেঁচে থাকি তবে আমি মালয়েশিয়ায় আমার ভ্রমণের ইতিহাস লিখব...আমি এ নিয়ে একটি কবিতা লিখব," সাজাহান বাবু বলেন, বাংলাদেশ ছাড়ার আগে। আশায় ভরপুর এক যুবক উন্নত/ভাল জীবনের সন্ধানে মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন, কিন্তু বাবু তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর মর্যাদা আর মানুষের মত নয়, দাসের মত হয়ে গেছে। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, কম উপার্জন ও মজুরি, এবং মুক্তির কোন উপায় নেই। মরণোত্তর হিসাবে পৃথিবীর জন্য বাবু রেখে গেছেন একজন অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে তাঁর দুর্দশা, স্বপ্ন ও হতাশার বর্ণনা। তাঁর পরিবারকে পাঠানো অডিও টেপগুলো হল এক ব্যক্তির আশা, বিভ্রান্তি আর ভয়। 'পরবাসি মন আমার' স্বপ্ন সম্পর্কিত, যে স্বপ্ন ভেঙেচুরে অদৃশ্য হয়ে গেছে/যায়।

১৯৯৩ সালে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৫০৬ জন মানুষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশে গেছেন, সাজাহান বাবু তাঁদের একজন।

মানুষ পরিচয়

এই সময়ে মানুষের আর শুধুমাত্র প্রাণ থাকলেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সে চাক অথবা না চাক, কোন না কোন পরিচয়ে তাকে কোন না কোন কাঠামোর ভেতরে ঠেলে দেয়া হবেই, এর অন্যথা হবার উপায় নেই। বিদেশে এরকম হাজার হাজার মানুষ শ্রমিক পরিচয়ে কাজ করে চলছেন। তাঁদের বেঁচে থাকা মানে কোন না কোনভাবে কাজ করতে হবে। সেটা প্রাণের বিনিময়ে হলেও তাঁদের করতে হবে এবং এই কর্মসময়ে তাঁরা মারা গেলে কারও কোন দায় নেই। না তাঁর নিজ দেশের, না যে দেশে সে খুন হল সেই পরদেশের। এমনই দেখা যাচ্ছে একের পর এক। যেমন– সৌদি আরব থেকে লাশ হয়ে ফেরা আমাদের নারী স্বজনরা। বিচার হয়নি আমাদের আরও অনেক মানুষ হত্যার, যাঁরা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যাঁতাকলে চাপা পড়ে নিহত হয়েছেন।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড সূত্র বলছে, বিদেশ থেকে লাশ আসা বাড়ছে। ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে দেশে বিদেশ থেকে লাশ এসেছে ২৬ হাজার ৭৫২টি। এগুলোর মধ্যে ২০১৫ সালে ৩ হাজার ৩০৭, ২০১৬ সালে ৩ হাজার ৪৮১, ২০১৭ সালে ৩ হাজার ৩৮৭ এবং ২০১৮ সালে এসেছে ৩ হাজার ৭৯৩টি লাশ (সূত্র : ৩ নভেম্বর ২০১৯, মহিউদ্দিন, প্রথম আলো)। আবার সংসদীয় কমিটির মতে, 'সৌদিফেরত ১১০ গৃহকর্মীর ৩৫ শতাংশ নির্যাতনের শিকার' (নিজস্ব প্রতিবেদক, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো)। এ বছর জুড়ে একের পর এক সৌদি আরব থেকে লাশ/খুন হয়ে ফিরছেন বাংলাদেশের নারী শ্রমিকরা। এসবের কোন উল্লেখ থাকছে না তথাকথিত উন্নয়নের মহাবয়ানে। এই লাশের মিছিল শুরু হয়েছে আরও অনেক আগে থেকেই। এরকমই একজন সাজাহান বাবু, যিনি ১৯৯৩ সালে মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন এবং দেশে ফিরে এসেছেন লাশ হয়ে। তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে অসুস্থতা।

লাশ হয়ে সৌদিফেরত অনেক নারীর মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে 'আত্মহত্যা', 'স্বাভাবিক মৃত্যু' ইত্যাদি। সৌদি আরবে নারী গৃহকর্মী প্রধানত যেত ফিলিপাইন থেকে। এই কর্মীদের ওপর অব্যাহত নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশটি সৌদিতে গৃহকর্মী প্রেরণে বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে। ২০১২ সালের এক অনুসন্ধানে দেখা যায়, সৌদি আরবে কর্মরত ফিলিপাইনের নারী গৃহকর্মীদের ৭০ শতাংশ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতেই বিকল্প সস্তা উৎস হিসেবে সৌদি আরব বাংলাদেশকে নির্বাচন করে, যার ফলে ২০১৫ সালের চুক্তি (সূত্র : মো. তৌহিদ হোসেন, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো)। এই চুক্তির ফলেই আমাদের দেশের পুরুষ শ্রমিকদের পাশাপাশি নারী শ্রমিকরাও যাচ্ছেন সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশে।

এত প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যুর পরও কোন এক কারণে আমাদের দেশের সরকার বিদেশে এদেশের এসব মানুষ খুনের ব্যাপারে শুধুমাত্র মাঝে মাঝে কিছু বুলি আওড়ানো ছাড়া তেমন কাজের কাজ কিছু করেনি। এরকম মৃত্যুর মিছিল চলছিল, চলছে এবং চলবে। কোনভাবেই উন্নয়নের চাকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না, করতে দেয়া হবে না। আমরাও কখনও ভেবে দেখব না কেন এসব মানুষ শ্রমিক হয়? কেন এদের বিদেশে যেতে হয়? এবং কেন বিনা বিচারে তাদের হত্যাকারীরা ছাড়া পেয়ে যায়? এই হিসাবে শুধু লাশের সংখ্যা বেড়েই চলছে/চলতে দেয়া হচ্ছে।

সাজাহান বাবুর লাশ হয়ে ফিরে আসার গল্পের ভেতর এরকম আরও সব প্রশ্নেরা/ভাবনারা মাথাজুড়ে ঘোরাফেরা করে। অনেক দিন পরে আবার ইয়াসমিন কবিরের 'পরবাসি মন আমার' সিনেমাটি দেখার পরে।

'পরবাসি মন আমার' সিনেমা আবার দেখার পরে যা যা মনে এসেছে ইয়াসমিন কবিরের সিনেমা প্রথম দেখি সেই ২০০৪/০৫ সালের

দিকে, সিলেটে। প্রথমে দেখেছিলাম 'স্বাধীনতা' (২০০৩), যে সিনেমাটি বার বার দেখতাম; কারণ তার মূল সিনেমাটিক প্রাণের টানে মিলে যায় মূল চরিত্রের প্রশ্ন–স্বাধীনতা কী? সেই প্রশ্ন অন্য অনেকের মত আমাকে ভাসিয়ে না নিয়ে থামিয়ে দিল। ততদিনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে জানা হয়ে গেছে, কোন কিছুই চিরন্তন নয়। সামাজিক ধ্যানধারণাগুলো আমাদের নিজেদের দ্বারাই নির্মিত এবং আমরাই এসবের ব্যাখ্যা দেই, তৈরি করি। আমাকে ভাবিত করেছিল এই প্রশ্ন–কী করে একজনের যাপিত জীবন হয়ে গেল এবং সরল দৃঢ়তার সাথে আরেকজন সেটা কী দারুণ মেধার সাথে সিনেমায় নিয়ে এলেন! চরিত্রের সাথে বিভেদ যেটুকু তৈরি হল তা মননশীলতার সহায়ক। সারা সিনেমার কোথাও বাড়তি কোন উপাদান থাকে না, হয়ে ওঠে দারুণ এক অভিজ্ঞতা।

শুরু হয়ে গেল আমার ইয়াসমিন কবিরের সিনেমা দেখা। তার পরে তাঁর যে কাজগুলো দেখার সুযোগ হয়েছে, এ সময়ের আগের বা পরের, সব কাজ দেখার পরেই তাঁর কাজের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে এবং বার বার সেটা আগের বা পরের সময়ের সাথে পাঠ করতে অসুবিধা হয়নি।

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের আরও অনেক মানুষের সাথে সাজাহান বাবুও ভাল আয়ের আশায়, ভাল জীবনের আশায় বিদেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই বিদেশ মালয়েশিয়া থেকে আর জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারেননি। আর দেখা হয়নি তাঁর মা-বোনের সাথে, যে মাকে তিনি টেপফিতায় রেকর্ড করে পাঠিয়েছিলেন তাঁর জীবন, সময় আর কিছুটা আশার কথা। মায়ের জন্য গান, এমনকি পাশের বন্ধুদের কণ্ঠ, খবর তিনি রেকর্ড করেছিলেন, সাথে মালয়েশিয়া থাকাকালীন সাজাহান বাবুর নানা ছবি। মায়ের কাছে প্রাণ নিয়ে তিনি আর ফিরতে পারেননি, কিন্তু ছবি হয়ে কথা হয়ে যতটুকু মায়ের কাছে পৌঁছানো যায়।

> উন্নত/ভাল জীবনের সন্ধানে মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন, কিন্তু বাবু তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর মর্যাদা আর মানুষের মত নয়, দাসের মত হয়ে গেছে। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, কম উপার্জন ও মজুরি, এবং মুক্তির কোন উপায় নেই। মরণোত্তর হিসাবে পৃথিবীর জন্য বাবু রেখে গেছেন একজন অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে তাঁর দুর্দশা, স্বপ্ন ও হতাশার বর্ণনা।

আমাদের আধুনিক দেশ নানা ধরনের কাঁটাতারের বেড়াজালে খণ্ডিত করে রেখেছে পৃথিবী। সহজেই আমরা আর কারও কাছে যেতে পারি না/আমাদের যেতে দেয়া হয় না। এদিক-সেদিক হলেই আমাদের পাসপোর্টের রং দেখে, ছাপ দেখে, রেকর্ড দেখে সে অনুযায়ী শোষণ, হুমকি শুরু হয়ে যায় আইনের মাধ্যমে। সাজাহান বাবু সেই সাধারণ পাসপোর্টধারী একজন মানুষ, যিনি এজেন্সির চক্রে পড়ে নকল পাসপোর্টের মাধ্যমে মালয়েশিয়া যান এবং আগের কথা অনুযায়ী কোন কিছুই হিসাবের সাথে মেলে না। যে পরিমাণে পরিশ্রম তাঁকে/তাঁদেরকে করতে হয় সেই পরিমাণে খাবার নেই, বিশ্রাম নেই, বিনোদন নেই, বাসস্থান নেই, চিকিৎসা নেই। তার পরেও তাঁকে দিনের পর দিন এভাবেই কাজ করতে হয়েছে ঝকঝকে-তকতকে কুয়ালালাপুর শহরকে আরও ভাল করে তুলতে। আরও অনেকে মরে গেছে এসব শহরে, যাদের খবর আলোচনায় আসে সম্ভবত খবর কনজিউমারদের স্বাদ বদলানোর জন্য; কারণ পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন নেই। যতদিন যায় লাশের সংখ্যা বাড়ে, নিঃস্ব মানুষের দেশে ফেরা বাড়ে, মন্ত্রী, সচিবদের বেতন বাড়ে, অলসতা বাড়ে। বিদেশ থেকে আসা লাশের নারী-পুরুষ সমতা বজায় রাখার জন্য সৌদি আরব থেকে একের পর এক নারী লাশ হয়ে মর্গে আটকা থাকে, দেশে ফিরে আসে, কোথাও কোন পরিবর্তনের দেখা নেই। এসবের দায় কার? কে দেবে উত্তর?

সাজাহান বাবুর মা ও বোনের জীবন, তাঁদের স্মৃতি, যাপন এবং টেপফিতায় রেকর্ড করা সাজাহান বাবুর কথার ভেতর দিয়ে জড়িয়ে পড়ি এসব শ্রমিকের মানবেতর যাপনের সাথে, কোথাও কোন পরিবর্তন নেই, ঝকঝকে শহরের বলি মানুষগুলোকে মানুষ ভাবার আয়োজন নেই।

সাজাহান বাবুর বোন তাঁর ভাইকে বিদেশ যাওয়ার আগে হাসপাতালে রক্ত বিক্রি করে শার্ট ও প্যান্ট কিনে দিয়েছিলেন। ভাই শুনে কষ্ট পাবে এজন্য মিথ্যা বলেছিলেন যে টাকা ধার করে এনেছেন। কে দেবে এদের ধার, যাদের জমি বিক্রির টাকায় বিদেশে যেতে হয়? এদের জন্য ব্যাংকের সামান্য টাকাও নেই। এখন সম্ভবত শূন্যতাকে শোনানোর জন্যই এসব বলেন তিনি। সাজাহান বাবুর মা বলেন, যাবার দিন বিরিয়ানি ও মাংস রান্না করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ছেলে সেটা না খেয়ে পান্তা ভাত পেঁয়াজ ও মরিচ দিয়ে মেখে খেয়ে গেছেন। তাঁর মতে এটা জাতীয় খাবার, বিদেশে গিয়ে পাওয়া যাবে না। সাজাহান বাবুদের এই জাতীয় খাবার এখন আপেল-কমলার চেয়ে অনেক বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে, লাভের গুড় যাচ্ছে কোথায়? সাজাহান বাবুরা এখন বিদেশে যাওয়ার আগে কী খেয়ে যান? এই সাধারণ বাঙালি সাজাহান বাবু অতি পরিশ্রমে এবং ক্ষুধায়, কাজ না পেয়ে, মালয়েশিয়া সরকারের কোন সাহায্য না পেয়ে বিনা চিকিৎসায় সেখানেই মারা যান। তাঁর প্রতি অত্যাচারের, তাঁকে খুন করার দায়ভার কার?

ঢাকার যে এজেন্সির মাধ্যমে বাবু মালয়েশিয়া গিয়েছিলেন তারাও তাঁর মা ও বোনের সাথে করেছে অসম্ভব অন্যায় ব্যবহার। এমনকি সাজাহান বাবুর মৃত্যুর খবরও ঠিকভাবে দেয়নি। সাজাহান বাবুর বোন এখনও (চলচ্চিত্র মুক্তিকালীন সময়) ভাইয়ের কফিন রেখে দিয়েছেন তাঁর ঘরে। ভাইয়ের স্মৃতি। এরকম কতগুলো কফিন রাখা আছে বাংলার ঘরে ঘরে?!

ধীরে ধীরে কবরে শোয়ানো হচ্ছে সাজাহান বাবুকে। সিনেমার ভেতরে তোলা ছবিতে তাঁর লাশ হয়ে শুয়ে থাকার বিবরণ। সিনেমার শেষে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হচ্ছে শহর জুড়ে। ভিজে ভিজে মেঝে পরিষ্কার করছেন সাজাহান বাবুর মা। হয়ত কাঁদছেন। বৃষ্টির জন্য সেটা আর আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না।

'পরবাসি মন আমার' সিনেমার নির্মাণরীতি

'পরবাসি মন আমার' সিনেমার পরিচালক ইয়াসমিন কবির ইয়ামাগাতা আন্তর্জাতিক ডকুমেন্টারি ফিল্ম ফেস্টিভাল, জাপান, ২০০১-এ বলেছিলেন, "'মালয়েশিয়ায় একজন শোষিত অভিবাসী শ্রমিকের মৃত্যু' শিরোনামে একটি পত্রিকার নিবন্ধে বাবুর গল্পটি আমি প্রথম পেয়েছিলাম। এটি এমন এক যুবকের কথা বলেছিল, যিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে তাঁর দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এমন স্বপ্নের সন্ধানে, যা কখনই বাস্তবায়িত হয় না। এটি এক যুবকের কথা বলেছিল, যাঁর কাছ থেকে আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ সমস্ত মর্যাদাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত জীবনকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। এই যুবকের দুর্দশার ঘটনা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমি তাঁর পরিবারের সাথে যোগাযোগ করি এবং বাবুর গল্প বলার গুরুত্ব ও

দায়িত্ব অনুভব করে এটি একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম হিসেবে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিই। খুব ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে একজনের গল্প বলার মাধ্যমে আমি অন্যান্য অসংখ্য অভিবাসী শ্রমিকের দুর্দশা তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়েছিলাম। পরিবারের সাথে সাক্ষাৎকার ও কথোপকথনের মাধ্যমে আমি একই ধরনের গল্পগুলো পেয়েছি; অদক্ষ শ্রমিকদের গল্প, অনেকেই যাঁরা এর আগে কখনও নির্মাণ খাতে কাজ করেননি, কফিনে বাড়ি ফিরেছিলেন।

গল্পগুলো তাঁদের, যাঁরা প্রথমবারের মত বিশ্বায়নের শক্তির সরাসরি মুখোমুখি হয়েছিলেন, যে শক্তি ছিল তাঁদের বোধগম্যতার বাইরের, যে শক্তি বিনিময়ে বেশি কিছু না দিয়ে উসুল করে নিচ্ছে অনেক বেশি। একেবারে সম্পূর্ণ শোষণ।

মৃত্যুর আগে বাবু বলেছিলেন, 'বাজারের মাছ ও শাকসবজির মত মানুষও কেনাবেচা হচ্ছে।'

আমি আশা করি, আমার কাজের মাধ্যমে বাবুর মত কণ্ঠস্বরে কান দেয়া হবে।"

'পরবাসি মন আমার' সিনেমাটি সমসাময়িক অন্যান্য মেধাবী নির্মাতার সিনেমার মতই সরল, সাবলীল তার গল্প বলার ধরনের জন্য। ইয়াসমিন কবিরের ক্যামেরার সঞ্চালনা সরল, গতিময় ও দৃঢ়। শব্দের নকশায় আরও বেশি সৃজনশীল হওয়ার সুযোগ ছিল।

তাঁর মূল গল্প বলার ধরন, যেটা তাঁর আগের ও পরের কাজগুলোতে ছিল/আছে, সেটা ধীরে ধীরে প্রথার ভেতর দিয়েই একটা অপ্রথাগত জায়গায় পৌঁছতে চায়। তাঁর সিনেমা দেখার পরে এই সমস্যাপীড়িত সময় ও সমাজের ভেতর দিয়েই আরও দূরের, আরও মৌলিক সব কথারা জড়ো হয়। আমরা সামনে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি? কার জন্য যাচ্ছি? এ পথের শেষ কোথায়? পথের শেষে কী আছে?

সিনেমার শুরুতে সাদাকালো ফুটেজে আমরা দেখি, এসব সাধারণ মানুষের যাঁরা শ্রমিক হিসেবে বিদেশে যাচ্ছেন তাঁদের সাধারণ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, তারপর তাঁদের বিদায় নেয়া, চোখের পানি (তাহলে দেখা যাচ্ছে পুরুষরাও কাঁদে!) এবং লোকাল বাসে বোচকাসম ব্যাগ নিয়ে বিমানবন্দর যাচ্ছে এবং তাদের বিদেশযাত্রা শুরু। এর পরে রঙিন চিত্র। কখনও মালয়েশিয়া আবার কখনও বাংলাদেশে সাজাহান বাবুর বাসার ভেতরে তাঁর মা ও বোনের স্মৃতিচারণা, জীবনযাপন।

সাজাহান বাবুর কথায় ধীরে ধীরে আমরা জানতে থাকি বৈদেশিক মুদ্রার ফুলেফেঁপে ওঠার পেছনের সত্যটা। দেখতে থাকি, তিনি যেখানে ছিলেন জীবিত অবস্থায়, সেই জায়গাগুলো। এই মানুষদের যেন সারা পৃথিবীর মানুষরা দেখবে না বলে ঠিক করে রেখেছে। কারণ তাঁদের প্রতি ঘটিত অত্যাচার আমাদের সামনেই, আমাদের শহরেই হচ্ছে, কিন্তু কোথাও পরিবর্তন করার মত আয়োজন নেই। সব কিছুই পেশা আর ব্যক্তিগত সফলতা/বিফলতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। এরকম অনুভূতি তৈরি হতে থাকে সিনেমার গল্পের কথা এবং চিত্রায়ণের সুসামঞ্জস্যের/সুসম্পাদনার ফলে। একটা বোঝাপড়া তৈরি হয় ইয়াসমিন কবিরের কাজের প্রতি, বোঝা যায় তিনি যে কোনভাবে যে কোন গল্প বলার জন্য সিনেমা বানান না। তাঁর নিজের মত করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা পৃথিবী তিনি সিনেমায় বলতে/দেখাতে চান।

আমরা সবাই যখন এখনও সিনেমা বানানোর জন্য একদল মানুষ এবং অতি আয়োজন নিয়ে মাথা ভারী করছি, তিনি সেই অনেক আগেই নিজের সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ সবগুলো দায়িত্ব নিজেই পালন করেছেন। তিনি জানেন সিনেমা বানানোর জন্য যেমন বিশাল আয়োজন দরকার হতে পারে আবার তেমনি অতি অল্প আয়োজনে সময়ের নির্দেশনা সময়ে দিতে হতে পারে। আর সেজন্য সামান্য আয়োজনে তৈরি হতে পারে একটা ভাল সিনেমা, যেটা চর্বিতচর্বণ বর্জিত এবং নতুন পথে যাবার আগ্রহ দেখায়। 'পরবাসি মন আমার' নির্মাণ কাঠামোর ভেতর দিয়ে আরও সহজভাবে প্রবেশ করতে চায় আমাদের ব্যক্তিগত পরিসরে, সাজাহান বাবুরা এসে দাঁড়ান আমাদের ভেতরে।

আবার আসিব ফিরে

সাজাহান বাবুরা লাশ হয়ে ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে ফিরে ফিরে আসেন। তাঁদের লাশ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে কখনওই বাধা দেয়ার চেষ্টা করা হয় না, বরং কখনও কখনও সামান্য সব সংস্কার করে এই প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য যাবতীয় সব আয়োজন সম্পন্ন করা হয়, দেশে ও বিদেশে। অর্থনৈতিকভাবে যারা এই অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে তারাই আবার এর প্রতিকারের বিধান দিচ্ছে; ফলে পরিস্থিতি বদলায় না, বদলায় শুধু সাজাহান বাবুদের নাম। দিনে দিনে এভাবেই বঞ্চিত মানুষেরা আরও বেশি খারাপ অবস্থার ভেতরে পড়ে। তাদের খুন হওয়ায় দেশের নাম কখনও মালয়েশিয়া, কখনও সৌদি আরব বা ওমান, দুবাই, কাতার। অথবা তারা মারা যায় ভূমধ্যসাগরে বা ইউরোপের কোন শীতের জঙ্গলের ভেতরে বরফে চাপা পড়ে। 'পরবাসি মন আমার' সিনেমা শেষ হয় সাজাহান বাবুর গাওয়া গান দিয়ে, যেখানে গানে গানে সে জানায় কেউ কখনও তার পরবাসি মনকে বোঝেনি। 'পরবাসি মন আমার' সাজাহান বাবুদের পরবাসি মন বোঝার চেষ্টা। তাঁদের বয়ানকে তাদের মত করে তুলে ধরার প্রয়াস, আমাদের খানিকটা পরিবর্তনের আভাস দেয় হয়ত।

দোহাই

https://www.imdb.com/name/nm1203084/

Migration and Diaspora in Modern Asia By Sunil S. Amrith 2011, Cambdrige University Press.

https://books.google.com.bd/books?id=jV6vjts0Nc8C&pg=PA179&lpg=PA179&dq=My+Migrant+Soul+(2001)&source=bl&ots=7-VvjG38_N&sig=ACfU3U0KvxtS8K_7koBLq_ttZN7wa88QHA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiqkYKDya7mAhXEzDgGHfp9AHg4ChDoATAJegQIChAB#v=onepage&q=My%20Migrant%20Soul%20(2001)&f=false

Yamagata International Documentary Film Festival, Japan.

https://www.yidff.jp/2001/cat043/01c046-e.html

https://www.imdb.com/title/tt0325865/?ref_=nm_knf_t1

https://www.filmsouthasia.org/film/my-migrant-soul/

http://magiclanternmovies.in/film/my-migrant-soul

My Migrant Soul - Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=9rxn_I28B20

https://www.idfa.nl/en/film/8ee02ab2-7183-4d2e-bffa-907e2d69df5c/my-migrant-soul

My Migrant Soul goes places

https://www.rediff.com/movies/2001/oct/08bangla.htm

Beyond Bollywood: The Cultural Politics of South Asian Diasporic Film By Jigna Desai, Routledge

https://books.google.com.bd/books?id=dqaTAgAAQBAJ&pg=PA264&lpg=PA264&dq=My+Migrant+Soul+(2001)&source=bl&ots=t7mMHulGJk&sig=ACfU3U2CPnLPiv1AJUHn_x6u3o3ZpKmeXQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwihrNrAz67mAhUHwTgGHWpoAho4ChDoATAAegQICBAB#v=onepage&q=My%20Migrant%20Soul%20(2001)&f=false

https://www.routledge.com/Beyond-Bollywood-The-Cultural-Politics-of-South-Asian-Diasporic-Film/Desai/p/book/9780203643952

http://chobi-banai.blogspot.com/2009/01/women-filmmakers-in-social-context-of_23.html